SANATANODAYA सनातनोदय
ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

অর্থশাস্ত্রে কথিত ভারতীয় রাজনীতির অবদান এবং বর্তমান যুগে তার প্রাসঙ্গিকতা

Amitava Roy

Department of Sanskrit, Ananda Chandra College

P.o. & Dist. - Jalpaiguri, West Bengal, Pin : 735101

সারসংক্ষেপ

অর্থশাস্ত্র হল রাষ্ট্রশিল্পের প্রাচীনতম গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম।এটি বহু শতাব্দী ধরে সংকলনরাজনৈতিক এবং ,পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে গেছে এবং সম্ভবত এটি ধর্মীয় ও আদর্শিক পরিবর্তন, ত গ্রন্থটিকেআর্থসামাজিক পরিবর্তনের সাক্ষী ছিল।অনেক পণ্ডি"রাজনীতির বিজ্ঞান" হিসেবে পরীক্ষা করেছেন যেখানে অন্যরা এটিকে "রাজনৈতিক অর্থবিজ্ঞান" হিসেবে দেখেছেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র রাজনীতির বিজ্ঞানরূপে কথিত। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র আমাদের সামাজিক সংবিধানঅথবা রাজনৈতিক উন্নয়নের চিত্র অর্থনৈতিক উপাদান, প্রদান করে। AL Basham বলেছেন যে কৌটিলীয় রাষ্ট্র এক ধরনের রাষ্টীয় সমাজতন্ত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কৌটিল্য রাজা এবং রাজ্যের মন্ত্রীদের সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে বলেছেন।তবে আরও বেশ কয়েকটি শ্রমিক শ্রেণীর কথাও বলেছেন। আধুনিককালে প্রশাসনিক তত্ত্বে শৃঙ্খলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যা অর্থশাস্ত্রে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।আধুনিক রাষ্টের ক্যাবিনেটের আলোচনার গোপনীয়তারাষ্ট্রে , নাগরিক অধিকার প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ক,গুপ্তচর ব্যবস্থার কথাৌটিল্যের মতে প্রজার সুখে রাজার সুখব্য। কৌটিল্য গুপ্তচরের মতো দূত নিয়োগের উপর জোর দেয়। প্রজার হিতসাধনই প্রধান কর্ত, কৌটিল্যকে ইউরোপীয় প্রসিদ্ধ লেখক ও ইতালির রাজনীতিবিদ ম্যাকিয়াভেলির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অর্থশাস্ত্রের আলোচনার বিষয় কেবলমাত্র প্রাচীন ভারতীয় দণ্ডনীতি বা রাজনীতিক বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়অর্থনীতি প্রভৃতি সর্ববিদ্যার সমাহার।,সমাজনীতি,তিএটি একাধারে রাজনী,

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে বর্তমান যুগেও তার অবদান অসামান্য।পাঠ্যটিতে সরকারের প্রকৃতি দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত,আইন,ব্যবস্থাযুদ্ধের ,কূটনীতি,অর্থশাস্ত্র,নীতিশাস্ত্র, রাজার কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শান্তির প্রকৃতি এবং,তত্ত্বরাষ্ট্রের আর্থনীতিক ভিত্তি ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলি নাগরিকদের ও নারীর নানা প্রকার অধিকার এবং প্রশাসন সম্পর্কে কৌটিল্যের যে সব ধ্যানধারণা অর্থশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে তা আজও প্রাসঙ্গিক।

SANATANODAYA सनातनोदय
ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

Keywords : অর্থশাস্ত্র ,রাষ্ট্রের আর্থনীতিক ভিত্তি ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলিনাগরিকদের ও নারীর , বহুমাত্রিক শাসনপদ্ধতি।,গুপ্তচর,ক্যাবিনেট,দণ্ড,ভারতের কল্যাণ রাষ্ট্র,প্রশাসন,নানা প্রকার অধিকার

ভূমিকাঃ

সুপ্রাচীন কালের সংস্কৃত ভাষায় রচিত রাজনীতি বিষয়ক একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হল কৌটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্র’। প্রাচীন ভারতের তথ্য অনুসন্ধানে যে সমস্ত গ্রন্থগুলি সাহায্য করেছ তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো এই গ্রন্থটি। মহামতি কৌটিল্য বিরচিত ‘অর্থশাস্ত্র’ বারিধির একটি বৃহৎ মহার্থ রত্ন বিশেষ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

খিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত এই অসামান্য গ্রন্থটি রাষ্ট্রের আর্থনীতিক ভিত্তি ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলি নাগরিকদের ও নারীর নানা প্রকার অধিকার এবং প্রশাসন সম্পর্কে কৌটিল্যের যে সব ধ্যানধারণা অর্থশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে তা আজও প্রাসঙ্গিক।

‘অর্থশাস্ত্র’ নামটি থেকেই সাধারণভাবে মনে হবে শুধুমাত্র অর্থবিষয়ক আলোচনাই এখানে রয়েছে , কিন্তু এর বিষয়বস্তু অর্থনীতি বিদ্যা থেকে অনেক বেশি ব্যাপক।অর্থশাস্ত্র কেবল প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি বা রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ নয় এটি,অর্থশাস্ত্র বিষয়ক তথ্যের সাথে বিশেষত রাজনীতিসমাজনীতি বিষয়ের অত্যন্ত , বস্থা বিষয়ক আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থকে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে মূল্যবান জ্ঞানের আকর। রাজ্যশাসন ব্য রাজনীতিশাস্ত্র ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে।,রাজনীতিরাজনীতিশাস্ত্র রূপে অর্থশাস্ত্র আখ্যানটির মহাভারতে বহুল প্রয়োগ আছে।রাজনীতিশাস্ত্র বোঝাতে পরবর্তী লেখকরা ‘নীতিশাস্ত্র’ অভিধানটি অধিক প্রয়োগ করেছেন। কৌটিল্য তাঁর গ্রন্থে ধর্মঅর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের মধ্যে অর্থের প্রাধান্য স্বীকার , -এই দুটি অর্থের দ্বারাই সাধিত হয়-করেছেন কারণ ধর্ম ও কাম‘অর্থ এব প্রধান ইতি। কৌটিল্য অর্থমূলৌ হি ধর্ম কামাবিতি’ ১।

কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র নামকরণটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন-,

‘’মনুষ্যাণাং বৃত্তিরর্থঃমনুষ্যবতীভূমিরিত্যর্থঃ। তস্যাঃ পৃথিব্যাঃ লাভপালনোপায়ঃ শাস্ত্রমর্থশাস্ত্রমিতি,’’২

- অর্থাৎ বৃত্তি স্থিতি প্রভৃতিই মনুষ্যের মুখ্য অর্থাৎ প্রয়োজন। মনুষ্যের স্থিতির দ্বারা মনুষ্যের আশ্রয়ভূত পৃথিবীকেই অর্থ শব্দের লক্ষণা দ্বারা প্রতিপাদন করা হয়েছে।

বৈদিক যুগের সমাজব্রাহ্মণগুলিতে ও ,নিয়মশৃঙ্খলা প্রভৃতি বিষয়গগুলি বেদে,অর্থনীতি,পরিবেশ, অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যে আলোচিত হয়েছে। পরবর্তীকালে এইসব বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রগুলিতে বিশদভাবে পর্যালোচনা দেখা যায়। এইসব বিষয়বৈচিত্রের দিক থেকে বিচার করলে ‘ধর্মশাস্ত্র’ ও ‘অর্থশাস্ত্র’এর মধ্যে - অনেক মিল পাওয়া যায়।কিন্তু অর্থশাস্ত্র অপেক্ষা ধর্মশাস্ত্রের পরিসর অনেক ব্যাপক।কিন্তু দুটি শাস্ত্রের এই

সাদৃশ্য থাকার জন্য যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় 'মিতাক্ষরা' ভাষ্যে অর্থশাস্ত্রকে ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ বলা হয়েছে -"ধর্মশাস্ত্রান্তর্গতমেব রাজনীতীলক্ষণমর্থশাস্ত্রমিদং বিবক্ষিতম্"৩।

রাষ্ট্রের আর্থনীতিক ভিত্তি

অর্থশাস্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি কৃষিকেন্দ্রিক। আমরা শুধু কৃষি সম্প্রসারণের পদ্ধতি এবং কর আরোপের বিবরণ খুঁজে পাই না কিন্তু শস্যভাণ্ডারঅস্ত্রাগার এবং সবচেয়ে ,বনজ দ্রব্যের ভাণ্ডার , গুরুত্বপূর্ণভাবে রাষ্ট্রের কোষাগার এবং তাদের প্রত্যেকের দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত একজন অধ্যক্ষের বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য পাই। এটি অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত যে কৌটিল্য *কোশ বা কোষাগার সম্পর্কে* গভীর উদ্বেগ দেখিয়েছিলেন।কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে সম্পদ রাজার উদ্যোগকে নির্ধারণ করে এবং এর ফলে রাজ্যের কল্যাণ হয়। রাজস্ব নীতির বিষয়েকৌটিল্য রাজ্যের রাজস্বের বিভিন্ন উৎসের বর্ণনা , দিয়েছেন। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন গোষ্ঠীর উৎপাদন ও বন্টন কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যক্তিদের বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় থেকে সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ করেনি। AL Basham যুক্তি দিয়েছিলেন যে কৌটিলীয় রাষ্ট্র এক ধরণের রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সত্য যে কৌটিল্য কিছু সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর দেখাশোনা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য করেছেন তা বেশ কিছু পণ্ডিতকে যুক্তি দিয়েছে যে এটি একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে।

সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলি

কৌটিল্য রাজা এবং রাজ্যের মন্ত্রীদের সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে কথা বলেছেন তবে আরও বেশ কয়েকটি শ্রমিক শ্রেণীর কথাও বলা হয়েছে। অর্থশাস্ত্রে বিভিন্ন পটভূমি থেকে মহিলাদের উপর তথ্য রয়েছে দক্ষ কারিগরনারী দাস ,ষ্ট্রের গুপ্তচররা ,,কৃষকরা তাদের জীবিকা নির্বাহ করত এবং রাষ্ট্রকে কর প্রদান করত। এই পেশাগুলির সাথে জড়িত বিষয়গুলি এবং তাদের সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানগুলি দেখার জন্য সেখানে কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছিল। রাজ্যের সমস্ত দিক এবং প্রজাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পাঠ্যের প্রবণতা সহ ,বিবাহবিচ্ছেদ এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার ,এটি বিবাহ , শাস্তি এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে এবং অপরাধের নিয়মগুলিনির্ধারণ করে। এইভাবেপাঠ্যটি আমাদের , লাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মহিলাদের দৃষ্টিভঙ্গি নাও বলতে পারে তবে বিভিন্ন উপায়ে সেই সময়কালে মহি আভাস দেয়।

নাগরিকদের অধিকার

অর্থশাস্ত্র কৌটিল্যোক্ত রাষ্ট্রে নাগরিকদের অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা দানের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। কৌটিল্যের মতে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হল সমাজের মানুষদের নিরাপত্তা বিধান ও সর্বাঙ্গীন কল্যান সাধন। কৌটিল্য বলেন,রাজা বালক,বৃদ্ধ,অক্ষম,পীড়িত ও অসহায় মানুষদের ভরণপোষণ ও

রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।যে সকল অসহায় নারী সন্তান সম্ভবা তাদের এবং সদ্যোজাত শিশুদের জন্য ও রাষ্ট্র অনুরূপ ব্যবস্থা করবে।আরো বলা হয়েছে যে লঘু অপরাধে অপরাধী,অল্পবয়স্ক,বয়োবৃদ্ধ,পীড়িত,উত্তেজিত,পথশ্রান্ত,ক্ষুধার্ত,তৃষ্ণার্ত,দূর্বল – এইরূপ মানুষদের উৎপীড়ন করা যাবে না।

ভারতের কল্যাণ রাষ্ট্র

কৌটিল্যোক্ত রাজ্যশাসন পদ্ধতিতে গুঢ়পুরুষ বা গুপ্তচর নিয়োগের ব্যাপক ব্যবস্থা সহজেই পাঠকবর্গকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দূত প্রণিধিকে এখানে চর প্রতিনিধির এক বিশেষ অঙ্গ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।প্রাচীন ভারতের রাজ্যশাসনতন্ত্র ছিল আধুনিক আমলাতন্ত্রেরই মত। বর্তমানকালের শাসন ব্যবস্থার মত সেকালেও প্রশাসনের স্তরবিন্যাস ছিল।

১.রাষ্ট্রদূতঃ

ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে –''মাতরিশ্বা অগ্নিকে বিলোড়ন করলে অগ্নি শুভ্রবর্ণ ধারণ করে সকল যজ্ঞগৃহে প্রাদুর্ভূত হন,তখন সুহৃদ রাজা প্রবল রাজার কাছে যেরূপ স্বীয় লোককে দূতকার্যে নিয়োজিত করে,সেরূপ ভৃগু ঋষির ন্যায় যজ্ঞসম্পাদক যজমান অগ্নিকে দূতকার্যে নিযুক্ত করুন''৪। অর্থাৎ এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে,সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতে রাষ্ট্রদূত নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে ও শান্তিপর্বে দূত নিয়োগের কথা উল্লিখিত হয়েছে। মনুসংহিতা,কামন্দকের নীতিসূত্র,কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থেও দূতের গুণ ও কার্যাবলীর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়,যার ফলে ভারতের কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনে সহায়ক হয়।

প্রাচীন ভারতে দূতকে রাজার মুখ বলে বিবেচনা করা হত। ''দূতমুখা হি রাজানঃ''৫। এক রাজা দূতের মুখেই অপর রাজার বার্তা শোনেন এবং নিজের বার্তাও দূতের মুখেও অন্য রাজাকে শোনান।স্বরাজ্য ও পররাজ্যের মধ্যে মিত্রতা বা শত্রুতার সম্পর্ক মূলত দূতের কার্যের উপর নির্ভরশীল। উভয় রাজ্যের মধ্যে অভীষ্ট সন্ধি বা বিগ্রহ দূতের সফল দৌত্যের উপর নির্ভর করত।সেজন্য বলা হয়েছে – ''দূতে সন্ধিবিপর্য্যয়ৌ''৬।

২.মন্ত্রী ও মন্ত্রীপরিষদঃ

একা রাজার পক্ষে রাজ্যের সুষ্ঠ,নির্বিঘ্ন ও সাবলীল প্রশাসন সম্ভব নয়,তাই প্রশাসনের কাজে সাহায্য করার জন্য সহায়কের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র,নীতিশাস্ত্র এবং রাজনীতিশাস্ত্রকারেরা রাজ্যের সহায়ক মন্ত্রী নিয়োগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মহাভারতে বলা হয়েছে যে,ব্রাহ্মণেরা যেমন বেদের জ্ঞানের উপর,পত্নী পতির উপর এবং প্রাণী মেঘের উপর নির্ভরশীল,তেমনি

ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

রাজাও একান্তভাবে মন্ত্রীর উপর নির্ভরশীল।আচার্য মনু বলেছেন যে,কোন কাজ যতই সহজবোধ্য হোক না কেন,তা যেমন একার পক্ষে কষ্টকর,ঠিক তেমনি সহায়বিহীন রাজার পক্ষে সমৃদ্ধ রাজ্যের প্রশাসনও অত্যন্ত দুষ্কর।

অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য বলেন-

"সহায়সাধ্যং রাজত্বং চক্রমেকং ন বর্ততে।

কুর্বীত সচিবাংতস্মাত্তেষাং চ শৃণুয়ান্মতম্"।।৭

অর্থাৎ যেহেতু একটি চাকার সাহায্যে যেমন গাড়ি চলতে পারে না,তেমনি একা রাজার পক্ষে রাজ্যের সুষ্ঠ প্রশাসনও অসম্ভব।সেজন্য রাজাকে মন্ত্রী নিয়োগ করতে হবে এবং গ্রহণ করতে হবে তাঁদের সুচিন্তিত পরামর্শ।যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়নও মন্ত্রিনিয়োগের পক্ষে অনুরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।আচার্য শুক্র বলেন যে,কোন ব্যক্তি সর্ববিষয়ে সুদক্ষ হতে পারে না,ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বুদ্ধিবৈভব দৃষ্ট হয়,সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে নিপুন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে রাজার সহায়করূপে নিযুক্ত করাই বিধেয়।সুতরাং রাজার পক্ষে রাজ্যের সুশাসনের জন্য মন্ত্রিনিয়োগ অপরিহীর্য। ' মনুসংহিতা'ধর্মশাস্ত্রের সপ্তম অধ্যায়ে "অপি যৎ সুকরং কর্ম তদ্ একেনাপি দুষ্করম্"৮ ইত্যাদি শ্লোকে ের সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং অমাত্যগুণসম্পদের নিপুনভাবে বিচার করে রাজাকে ধীসচিব ও কর্মসচিব নিযুক্ত করতে হয়। তাছাড়া নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যকে নিয়ে রাজার মন্ত্রিপরিষৎ গঠন করার কথাও বলা হয়েছে।

৩.গুপ্তচরঃ

'চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানঃ' ৯– রাজারা দেখেন চরের মাধ্যমে এই শাস্ত্রবাক্য থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে প্রাচীন ভারতে চরের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।রামায়ণ,মহাভারত,মনুসংহিতা,কামন্দকের নীতিসার প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে চরের সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত অংশ বিশেষ থেকে অনেক অনেক মূল্যবান রচিত অর্থশাস্ত্রে চরের সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিশদ ও নিপুণ আলোচনা রয়েছে তা অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে দূর্লভ।

রামাযণে বলা হয়েছে যে যেহেতু রাজারা দূরে অবস্থান করেও চরের চোখ দিয়ে স্বরাজ্য ও পর রাজ্যের সব কিছু দেখে থাকেন সেইহেতু রাজারা হলেন 'চারচক্ষু' রাজ্যের পক্ষে কে শত্রু কে বা মিত্র এ পরিচয় করা কষ্টসাধ্য।চরের সাহায্যই রাজা শত্রু ও মিত্রের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত হতেন।সুতরাং রাজ্যশাসন ব্যাপারে চর অমাত্য প্রভৃতি প্রধান সহায়েরও অন্যতম বলে বিবেচিত।চর ব্যতিরেকে রাজা অন্ধ দৃষ্টিহীন মানুষ আর চরবিহীন রাজা তুল্যমূল্য।তাই হিতোপদেশে বলা যে স্বরাজ্য পর রাজ্যের তথ্য সংগ্রের জন্য যে রাজা চর নিযুক্ত করেন না সে রাজা অন্ধতুল্য।

রাজ্যশাসন ব্যাপারে রাজাকে যে চরের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হতে হত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।সেজন্য চরেরও বিশ্বস্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন ।

নারীর অধিকার

কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে মনুসংহিতাদি ধর্মশাস্ত্রের মত আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে,যেমন- ব্রাহ্ম,দৈব্,আর্য,প্রাজাপত্য,গান্ধর্ব,আসুর,রাক্ষস ও পৈশাচ।এই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে প্রথম চার প্রকার বিবাহকে ধর্ম্য বিবাহ বলে,এগুলির যাবৎজীবন স্থায়ী হত এবং এগুলিতে বিচ্ছেদের কোন ব্যবস্থা ছিল না- ‘অমোক্ষ ধর্মবিবাহানাম্’১০।কিন্তু অবশিষ্ট চার প্রকার বিবাহে পরস্পর বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে বলে কৌটিল্য মত প্রকাশ করেছেন।

প্রাচীন শাস্ত্রগুলিতে বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর আয়ু বা বয়স কে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।সেইরূপ অর্থশাস্ত্রেও বিবাহ বিষয়ে আলোচনায় বয়সের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিবাহ একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ।কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রের ‘ধর্মস্থীয়ম্’ নামক তৃতীয় অধিকরণে বিবাহের শ্রেষ্ঠতা বোঝানোর জন্য প্রথমেই বলেছেন- “বিবাহপূর্বো ব্যবহারঃ”১১। কৌটিল্যের মতে-কন্যার দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করলে সে স্ত্রী পরিণয় কর্মে যোগ্য হবে এবং স্বামী সংসারের সমস্ত দায়িত্ব পালন করবে।রামায়ণ- মহাভারতে স্বয়ম্বর বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়।পালিগ্রন্থ গপলিতে মেয়ের বিয়ের বয়স ষোল বছর বলা হয়েছে।

কৌটিল্য দুই প্রকার স্ত্রীধনের কথা বলেছেন-“বৃত্তিরাবন্ধ্যং বা স্ত্রীধনম্” ১২। বৃত্তি হল ভোরণ পোষণের যোগ্য সম্পত্তি এবং আবন্ধ্য হল পরিধেয় অলংকারাদি।

অর্থশাস্ত্রে স্ত্রীধন বিষয়টি পর্যালোচনা করলে সে সময়ে সমাজে বিধবাদের বিবাহ সমর্থন করা হত বোঝা যায়।পতি মরণান্তে যদি বিধবা স্ত্রী অন্যপতি গ্রহণ করে তা হলে সে পূর্ব পতির প্রদত্ত সম্পত্তিতে অধিকারিণী হতে পারে না,কিন্তু সংযত জীবন যাপন করলে সে তা ভোগ করতে পারে,- “পতিদায়ং বিন্দমানা জীয়তে,ধর্মকামান্ ভূঞ্জীত”১৩।

বর্তমান যুগে তার প্রাসঙ্গিকতা

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে বর্তমান যুগেও তার অবদান অসামান্য।তাই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রকে ‘রাষ্টনীতির বিজ্ঞান’ বলা হয়। কৌটিল্যের রাষ্ট্র নাগরিকদের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা দিত এবং সুরক্ষার ব্যবস্থা করত যেটা এখন দেখা যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নারীদের বিভিন্ন অধিকারের উল্লেখ আছে। শুধুমাত্র পুনর্বিবাহ নয়ডিভোর্স অথবা বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারও এই গ্রন্,থে উল্লিখিত হয়েছে। নারী রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার অর্থশাস্ত্রে আছে যা এখনও প্রযোজ্য।অবিবাহিত কন্যার

বিবাহ উপলক্ষে পর্যাপ্ত যৌতুকদানের কথা বলা হয়েছে।ভারতের সংবিধানের ২৩নং ধারায় যে শোষণের বিরুদ্ধে বলা হয়েছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ২২০ অনুচ্ছেদে তা বলা হয়েছে ২২১-কল্যাণ রাষ্ট্র বা Welfare State এর বৈশিষ্ট্য অর্থশাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্র জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত আর অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে "প্রজার সুখেই রাজার সুখ।"আধুনিককালে যেসব শ্রমিক স্বার্থ সংক্রান্ত আইন প্রণীত হচ্ছে তা অর্থশাস্ত্রে দেখা যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যে পরিবেশ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে এখন বর্তমানে তা গভীরভাবে আলোচনা হচ্ছে। অর্থশাস্ত্রে ভোক্তা ও ক্রেতার সুরক্ষা সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা এখন একটু মার্জিত করে বলা হচ্ছে।বর্তমান শাসনব্যবস্থায় যেগুলি অনুসৃত হয় তা প্রায় সবই অর্থশাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে।যেমন – দণ্ডবহুমাত্রিক শাসনপদ্ধতি ,গুপ্তচর,ক্যাবিনেটের আলোচনা ও গোপনীয়তা, কাছে প্রাসঙ্গিক। প্রভৃতি।অতএব বহুপূর্বে রচিত অর্থশাস্ত্র এখনও আমাদের

উপসংহারঃ

প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে একটা বিশেষ যুগের অর্থনৈতিকসামাজিক , ও রাষ্ট্রপ্রশাসন বিষয়ক যে নানা মতবাদ ও তত্ত্ব এবং সমস্যাসমূহের পর্যালোচনা করেছেন সে সবের আবেদনসুতরাং সে সকল বিষয়ে যথাযথ এবং নিপুণ গুরুত্ব ও উপযোগিতা অদ্যাবধি অক্ষুন্ন রয়েছে।, জ্ঞানার্জন বিশেষভাবে যারা রাষ্ট্র প্রশাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত তাঁদের এবংসাধারণভাবে সকল নাগরিকের পক্ষে নিতান্তই।এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ বাগ্চি তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহোদয় "প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি" যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষ প্রাণপ্রধানযোগ্য।তিনি বলেছেনভারতীয় দণ্ডনীতি শাস্ত্রের আলোচনায় প্রত্যেক ভারতীয় ব্যক্,তির হৃদয়ে অভিনব কর্মপ্রেরণা অবশ্যই আসবেইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্র যেমন অবশ্য ,ভূগোল,গণিত,এতে সন্দেহ নেই।বাল্যকাল হতে সাহিত্য, এইরূপ প্রত্যেক বালক বালিকার হৃদয়ে রাষ্টীয় চেতনার , বলে পণ্ডিত সমাজ মনে করেনঅধ্যেতব্য উদ্বোধনের জন্য ভারতীয় দণ্ডনীতি শাস্ত্র অবশ্য পাঠ করা উচিত।

তথ্যসূত্রঃ

১/১অর্থশাস্ত্র .৭২/

২ .মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায় ,কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্র

৩/২মিতাক্ষরা ,যাজ্ঞবল্কসংহিতা.২১

৪ঋগ্বেদ.

৫ .ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাকখণ্ড ২কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র ,

৬তদেব.

ISSN (O) : 3048-9318
Vol. 1, No. 1, Year 2024
Available Online : https://sanatanodaya.com/

৭ .কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্৭৭.পৃ,

৮সপ্তম অধ্যায়,মনুসংহিতা.

৯২৯৮.পৃ,কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্.

১০/৩মনুসংহিতা .৩

১১ .অর্থশাস্ত্রম্ ৩১/২/

১২ .অর্থশাস্ত্রম্ ৩ ৩/২/

১৩/৩কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্ .২

গ্রন্থপঞ্জীঃ

বন্দোপাধ্যায়।২০১০,কলকাতা,সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,(ম খণ্ড১)কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্র-(.সম্পা)মানবেন্দু,

বন্দোপাধ্যায়,মানবেন্দু।১৩৯৭,কলকাতা,সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,মনুসংহিতা-(.সম্পা)

বসাকণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যা,(খণ্ড১)কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্র- (.সম্পা) রাধাগোবিন্দ, ।১৯৯৮,লিমিটড

বসু -(.সম্পা)অনিলচন্দ্র,কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্ ,সংস্কৃত বুক ডিপো ,কলকাতা২,০১১।

রায় ,যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা -(.সম্পা) কুমুদরঞ্জন,সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।১৯৪৬,কলকাতা,

বসু -(সম্পা)অনিলচন্দ্র,যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।৭০০০০৬,কলকাতা,

শাস্ত্রী।১৯৯০,মাইশোর,অর্থশাস্ত্র অব্ কৌটিল্য,শ্যামা,

তর্কসাংখ্যপ্রাচীন ভারতের ,যোগেন্দ্রনাথ, দণ্ডনীতি।১৩৫৬,

বসু -(.সম্পা)অনিলচন্দ্র,মনুসংহিতা (সপ্তম অধ্যায়)সংস্কৃত বুক ডিপো ,কলকাতা।২০১১,